ভূমি দস্যুতার নতুন রেকর্ড

রিপোর্ট: খোন্দকার তাজউদ্দিন

'বাপ দাদার বসতবাড়ি। প্রায় শত বছরের বসবাস। এখান থেকেই মুক্তিযুদ্ধ করেছি। দেশ স্বাধীন করেছি। উঁচু-নিচু জমি। শক্ত হাতে কোদালের সাহায্যে চাষযোগ্য জমি বানিয়েছি। ব্রিটিশ বর্গী থেকে পাকিস্তানি হায়েনা সবার বিরুদ্ধে লড়াই করে জিতেছি। কিন্তু নিজ দেশে ভূমি দস্যুদের সঙ্গে লড়াই করে হেরে গেলাম। ১০০ বছরের বাপ দাদার ভিটা হলো আজ খাস জমি। শরীরে লড়াই করার তাগদ নাই। গত দুই দিন কোনো পুরুষ মানুষ গ্রামে নাই। ডাঙর মেয়েগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। রাত হলে অজানা আশঙ্কা আর পুলিশি নির্যাতনের ভয়ে থাকি। স্বাধীনতার ৩৪ বছর পরে আজ আমি নিজ ভূমে পরবাসী। তয় আল্লায় এ অবিচার সহ্য করব না।'

সাভারের সদর ইউনিয়নের মিটন-কেষ্টপুর গ্রামের ৭০ বছরে বৃদ্ধ মোঃ মফিজউদ্দিন এভাবেই তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। মহররমের দিন হতে সাভার থানা পুলিশ মিটন-কেষ্টপুরের খ্রিষ্টান অধ্যুষিত গ্রাম দুটি ভয়ভীতি দেখিয়ে এবং ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করার হুমকি দিয়ে পুরুষশূন্য করেছে। পুলিশবাহিনী, ক্যাডার বাহিনী এবং স্থানীয় সাংসদের সহযোগিতায় সাভারের মিটন-কেষ্টপুর গ্রামের ছলিয়া মৌজার ২০ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ১০ একর জমি ৯৩ লাখ ৭৯ হাজার টাকায় ৯৯ বছরের জন্য জমির লিজ নিয়েছে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের মামাত ভাই মির্জা হাফিজুর রহমান।

দখলকৃত জমির পূর্ব ইতিহাস

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ১০০ বছর আগে থেকে বংশপরম্পরায় মিটন-কেষ্টপুর গ্রামে ৫ শতাধিক পরিবার বসবাস করে আসছে। বালিয়াটির জমিদার হরেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরীর কাছ থেকে পাট্টার মাধ্যমে তাদের পূর্বপুরুষরা এ জমির বন্দোবস্ত নেয়। সিএস এবং এসএ খতিয়ানে বর্তমানে ভোগ দখলকাররীদের নামের এ জায়গা রেকর্ড করা হয়। ঐ গ্রামের আবু বক্কর সিদ্দিক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'স্বাধীনতার পর আরএস জরিপের সময় ভুলবশত এ জমিগুলো 'খাস জমি' হিসেবে রেকর্ড করা হয়। ওই রেকর্ড বাতিলের জন্য ১৯৮৫ সালের ১১ মে দ্বিতীয় সাব জজ আদালতে দেওয়ানি মামলা (নং-৭২৪/৮৫) দায়ের করা হয়। একাধিক শুনানির পর ২০০৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি আদালত তাদের পক্ষে রায় দেয়। এরপর হতে গ্রামের ভোগ দখলকারীরা নিয়মিত খাজনা দিয়ে আসছে।'

জমি দখল প্রক্রিয়া

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের মামাত ভাই 'বাংলাদেশ থাই মাল্টিপল এগ্রোফিশারিজ প্রাইভেট লিমিটেড'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মির্জা হাফিজুর রহমানের কাছে ছলিয়া মৌজার আরএস খতিয়ানের (দাগ-নং ৩২৩, ৩৬৮, ৩৭৪) ৯

ভূমি সংস্কার আইন ১৯৮৪ যা বলে

জমির মধ্যস্বত্ব, ভূমির যৌথস্বত্ব, ভূমির হস্তান্তর সম্পর্কিত আইন সংস্কারের অধ্যাদেশ হলো ভূমি সংস্কারের অধ্যাদেশ। এই অধ্যাদেশে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে, যারা জমিতে বসবাস করছে তাদের জায়গা দখল করতে হলে তাদের অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া ভূমি অধিগ্রহণ করা যাবে না। এই অধ্যাদেশের ১০৫ ধারা অনুযায়ী সাধারণভাবে প্রথমে ৩০ বছর তৎপরবর্তী সময়ে ৯০ বছর পর্যন্ত লিজ দেয়া যেতে পারে। ১১৫ ধারা অনুযায়ী কোর্ট সিদ্ধান্ত দেয়ার আগ পর্যন্ত খাস জমি সরকার লিজ দিতে পারবে না।

এ ধারায় অন্যান্য আইন ইত্যাদির ওপর প্রাধান্য লাভকারী অধ্যাদেশ হয়েছে। 'বর্তমানে বলবৎ অন্য যেকোনো আইনে অথবা যেকোনো প্রথা বা রীতিতে অথবা যেকোনো চুক্তি বা সাধনপত্রে অন্তর্গত বিপরীত (কার্যকারিতা যুক্ত) কোনো কিছু থাকা সত্ত্বেও এ অধ্যাদেশ বিধানাবলীর কার্যকারিতা বজায় থাকবে।'

সরকারের লিজ দেয়া প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট জেয়াদ-আল-মামুন বলেন, 'লিজ দেয়া হয়েছে অবৈধভাবে। এই লিজ প্রক্রিয়া ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুসরণ করেনি'। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৯২ সালে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রহিমা বেগম বনাম এমডি আব্দুল বাতেন মামলার রায়ের কথা উল্লেখ করেন। ঐ মামলায় রায় দেয়া হয়েছিল 'কোন খাস জমিতে (কৃষি অকৃষি যাই হোক) বসবাসরত ভূমিহীন তার বিকল্প বসবাসের ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করা যাবে না'।

তিনি আরএস রেকর্ডের প্রসঙ্গে বলেন, 'আদালত থেকে আরএস রেকর্ডের বিষয় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কাউকে লিজ দেয়া সর্ব আইনে অবৈধ।'

দশমিক ৯৮ একর খাস জমি দেখানো হয়েছে। অভিযোগ আছে সাভার ও ঢাকার ভূমি অফিসের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের যোগসাজশে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে ৯৯ বছরের লিজ নেন। লিজ গ্রহীতা ৯৩ লাখ ৭৯ হাজার টাকা লিজমানি প্রদান করে। ২৪ আগস্ট ২০০৫ মির্জা হাফিজুর রহমানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ডেপুটি কালেক্টর গত বছরের ১৩ সেপ্টেম্বরের সাভারের সহকারী কমিশনারকে (ভূমি) ওই জমি সরেজমিনে পরিমাপ করে দখল বুঝিয়ে দেবার জন্য [স্মারক নং- জে. পূ. ঢা./২ রেড-১০৭/২০০৪-৩৯৪৯ (স.) (২)] নির্দেশ দেন।

প্রথম দফায় জমি দখল করতে ব্যর্থ হয়ে মির্জা হাফিজুর রহমান স্থানীয় সাংসদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। অর্থবহ আলোচনার পর এ বছর ১৭ ফেব্রুয়ারি জমি দখল করা হয়। জমি দখলের আগে পুলিশ গ্রামে হানা দেয়।'

দখল প্রক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন যারা

জমি দখল প্রক্রিয়ার সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান, সাভার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এজেএম সালাউদ্দিন নাগরী, সহকারী কমিশনার (ভূমি) জহিরুল ইসলাম, সাভার সার্কেল এসপি সাইদুর রহমান খান, সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম হায়দার এবং পৌর কমিশনার আমিন। ২৫ জন মহিলা পুলিশ, দেড় শতাধিক পুলিশ ও অর্ধ শতাধিক সশস্ত্র ক্যাডার। এদের সবার উপস্থিতিতে শতাধিক শ্রমিক সীমানা পিলার গেঁড়ে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঐ জায়গা দখল করে নেয়।

প্রশাসনের বক্তব্য

সরকার অকৃষি তথাকথিত খাস জমি বুঝিয়ে দিতে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ঢাকা জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান। দখলীকরণে অংশগ্রহণের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এলাকাবাসী পুলিশকে অযথা ভয় পেয়েছে। পুলিশ কোনো পক্ষ নিয়ে ওই এলাকায় যায়নি। সরকারের পক্ষ থেকে লিজকৃত জমির সীমানা নির্ধারণ ও জমি বুঝিয়ে দেয়ার সময় যাতে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সে জন্য পুলিশ দায়িত্ব পালন করেছে। কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বা হয়রানি করা হয়নি।'

একইভাবে সাভার থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম হায়দার সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'পুলিশের ভূমিকা নিরপেক্ষ ছিল। পুলিশ সেখানে কোনো গ্রেপ্তার অভিযান চালায়নি। শত শত পুলিশ দেখে অযথা গ্রামবাসী ভয় পেয়েছে। যাতে গ্রামে আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে তার জন্য পুলিশ পাহারা দেয়া হয়েছিল। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে ঘিরে যে প্রচারণা এসেছে তা সত্য নয়।'

খাস জমির মালিক তো ভূমিহীনরা। লীজ দেয়ার ক্ষেত্রে ভূমিহীনরা অগ্রাধিকার পাবে।

এ প্রশ্ন করা হয়েছিলো সাভারের সহকারী

¶ZM¯ গ্রামবাসীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ১৪ দল

কমিশনার (ভূমি) জহিরুল ইসলামকে। তিনি বললেন, 'খাস জমির ওপর কোনো বাধ্যবাধ্যকতা নেই। সরকার ইচ্ছা করলে যে কাউকে লিজ দিতে পারে'।

তিনি অবশ্য ভূমি দখলের মধ্যে অবৈধ কোনো বিষয় খুঁজে পাননি।

হতাশ গ্রামবাসী

প্রশাসন এবং লিজ গ্রহীতারা ভিন্ন কথা বললেও শত বছর ধরে বসবাসকারী গ্রামবাসী বলছে অন্য কথা। তাদের সপক্ষে রয়েছে অকাট্য যুক্তি এবং কাগজের প্রমাণ। কেষ্টপুর বাসিন্দা, সাভার ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান এবং ভূমির মালিক দাবিদ্বারদের মামলা পরিচালনাকারী অ্যাডভোকেট আব্দুল আউয়াল সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'পুলিশ গ্রামবাসীর পাশাপাশি আমাকেই হয়রানি করছে। বিরোধপূর্ণ জমি নিয়ে আদালতে মামলা রয়েছে। এ অবস্থায় কেউ জমি দখল করতে পারে না। এটা আইনসম্মত নয়। আর সরকার যদি কোনো খাস জমি লিজ দেয় তবে লিজের অগ্রাধিকার পাবে ভোগ দখলকারীরা। এ ক্ষেত্রে ভোগ দখলকারীরা লিজের বিষয়টি জানতো না।'

'আমরা বেআইনি কিছু করি নাই'

জমি লিজ গ্রহীতা মির্জা হাফিজুর রমানের 'বাংলাদেশ থাই মাল্টিপল এগ্রোফিশারিজ প্রাইভেট লিমিটেড' ১৩৯ শান্তিনগর অফিসে যোগাযোগের জন্য গেলে অফিস কর্মচারীরা অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। অফিসের প্রকল্প পরিচালক কামাল হোসেন এবং নিরাপত্তা প্রহরী জানায়, মির্জা হাফিজুর রহমান স্বত্বাধিকারী নয় এবং ম্যানেজার মির্জা নূরুল ইসলাম নামে কেউ নেই। তারা অফিসের টেলিফোন নম্বর ও নূরুল ইসলামের মোবাইল নম্বর দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। সন্ধ্যায় মির্জা নূরুল ইসলামের মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি অফিসের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। জমি দখলের ব্যাপারে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'সরকারি কোষাগারে লিজের ৯৩ লাখ ৭৯ হাজার টাকা জমা দিয়েই কোম্পানি ৯৯ বছরের জন্য লিজ নিয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে জমি বুঝে নেয়া হয়েছে। আমরা কোন ক্যাডার আনিনি। প্রশাসনের লোকজন জমি বুঝে দেয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। স্থানীয় সাংসদ ডা. সালাউদ্দিন আহমেদ বাবুর সঙ্গে আলোচনা করেই জমি বুঝে নেয়া হয়েছে। এখন শুনেছি জমির বিপরীতে মামলা আছে। আমরা বিষয়টি আইনগতভাবে দেখব। আমরা বেআইনি কিছু করি নাই।'

সিএস এবং এসএ রেকর্ড প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, আমরা আরএস রেকর্ড ভিত্তিতে জমি লিজ নিয়েছি।

স্থানীয় সাংসদের রহস্যময় ভূমিকা

২০০৫ সালের ১০ অক্টোবর লিজ গ্রহীতারা জমি দখল করতে এলে গ্রামবাসীর পক্ষ অবলম্বন করে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন স্থানীয় সাংসদ। এবারের পরিবেশ ভিন্ন। ডা. দেওয়ান সালাউদ্দিন আহমেদ বাবু এবার গ্রামবাসীর পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেননি। লিজ গ্রহীতা পক্ষের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনার ফলে তিনি নীরব রহস্যময় ভূমিকায় রয়েছেন। স্থানীয় সাংসদ হিসেবে তার সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তার ব্যবহৃত মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। বাসায় এবং অফিসে বার বার ফোন করলেও তিনি কোথায় আছেন তা জানতে সবাই ব্যর্থ হন।

অবশেষে সংঘবদ্ধ

শুক্রবার জমি দখলের পরপরই গ্রামবাসীদের অবস্থা পরিদর্শনে আসেন বিরোধীদলীয় নেতা এবং ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মুরাদ জং। তার উপস্থিতিতে গ্রামবাসী সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। তারা লিজ গ্রহীতা মির্জা হাফিজুর রহমান ও নূরুল ইসলামের মুখোমুখি হয়। ঐক্যবদ্ধ গ্রামবাসীর প্রতিবাদের মুখোমুখি হয়ে লিজ গ্রহীতারা গাড়িতে করে পালিয়ে যায়। শনিবার বিকেলে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ১৪ দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন। ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বেনজীর আহমেদ, সাভারের আওয়ামী লীগ নেতা মুরাদ জং, যুবলীগ নেতা মাসুদ চৌধুরী সাভার থানা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক হায়দার আলী। গ্রামবাসীর সপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। গ্রামবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মিছিল, মিটিং অব্যাহত রয়েছে। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে মেয়েদের গলায় ঝুলছে প্ল্যাকার্ড 'প্রধানমন্ত্রী আমাদের রক্ষা কর'। 'সংখ্যালঘু নির্যাতন চলবে না।' 'জান দিব তবু জমি দিব না', 'অবৈধ দখলদার মানি না মানব না।'

শেষ কথা...

সব মিলিয়ে মিটন-কেষ্টপুর গ্রামে সরকার যে প্রক্রিয়ায় জমির নামে লিজ দিয়েছে তা বৈধ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়নি। ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুসরণ করা হয়নি। ভূমিগ্রাসীদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে কেন সাধারণ গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে তার সদুত্তর প্রশাসন দিতে পারেনি। গ্রাম দখল হয়ে গেলেও স্থানীয় সাংসদ কেন নীরব তারও উত্তর নেই। রাজনীতির ওপরতলায় যাদের বিচরণ, কেবল তারাই পারেন এসব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে।